দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ধিপ্রকরণ/ধ্বনির নিয়ম

২.১২। সন্ধির সংজ্ঞা ও ভেদ

সন্ধি (euphonic junction or combination) : দ্রুতা, মধ্যমা ও বিলম্বিতা নামে বর্ণসমূহের তিনটি বৃত্তি পাওয়া যায়। দ্রুততাতে কালের উপলব্ধি স্বল্প হয় এবং এই বৃত্তিতেই পর (=উৎকৃষ্ট) সন্নিকর্ষ সম্ভব, মধ্যমা এবং বিলম্বিতাতে তা হয় না। সুতরাং অতিশয় তাড়াতাড়ি উচ্চারণজনিত একাধিক বর্ণের ধ্বনিগত পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে ('পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা' ১।৪।১০৯)। যথা — সতী + ঈশঃ, এদের দ্রুত উচ্চারণে **সতীশঃ** এরূপ শোনা যায়। তাই বিশুদ্ধভাবে দুই বর্ণ দ্রুত উচ্চারণ করলেই কোথায় সন্ধি কিরূপ হবে ও কোন স্থানে সন্ধিতে দুই-তিন প্রকার বিকল্প স্বীকার করা হয়, তা প্রায়শঃ বুঝতে পারা যায়। **সন্ধ্যভাবের পরিহার** ও **সমীকরণের** উপর সন্ধির নিয়মগুলি (rules) আশ্রিত। সামান্যতঃ ধ্বনি সম্বন্ধী এই দুটি নিয়মের উপর সন্ধি প্রতিষ্ঠিত। তবুও ভাষাতাত্ত্বিকগণ কয়েকটি তারতম্যকে লক্ষ্য করে সন্ধিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন — ১. **আভ্যন্তর** (internal) ও ২. **বাহ্য** (external)। পরবর্ত্তী বিভক্তি বা প্রত্যয়ের প্রভাবে পূর্ববর্ত্তী ধাতু ও প্রাতিপদিকের পরিবর্ত্তনরূপ সন্ধিকে **আভ্যন্তর** সন্ধি বলে। যথা — ভূ + অ তিপ্ > **ভো** অ তিপ্, মুনি + ঙে > **মুনে** ঙে। অন্তিম ও প্রারম্ভিক পরিবর্ত্তনরূপ সন্ধিকে **বাহ্য** সন্ধি বলে। বৃক্ষ + ছায়া > **বৃক্ষচ্ছায়া**, শক + অন্ধুঃ > **শকন্ধুঃ**। বর্ণের (১) বিকার, (২) আগম ও (৩) লোপ দেখে বুঝতে পারা যায় যে, সন্ধি হয়েছে। এছাড়া গৌণভাবে **সন্ধ্যভাবকেও** সন্ধির মধ্যে ফেলা হয়। তবে সন্ধির মুখ্যতঃ তিনটি ফল—(১) বর্ণবিকার, যথা—বাগীশঃ (< বাক্ + ঈশঃ);(২) বর্ণাগম, যথা — বৃক্ষচ্ছায়া (< বৃক্ষ + ছায়া) এবং (৩) বর্ণলোপ, যথা —শকন্ধুঃ (< শক + অন্ধুঃ), পতঞ্জলিঃ। সন্ধ্যভাবকে **প্রকৃতিভাব** বলে এবং একে গৌণভাবে সন্ধির ফলরূপে ধরা হয়। যথা — **লতে ইমে**।

সন্ধিকে সাধারণতঃ (১) **স্বর** (অচ্) (২) **ব্যঞ্জন** (হল্) ও (৩) **বিসর্গ** সন্ধি নামে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কারো মতে সন্ধি পাঁচ প্রকার —

'স্বরসন্ধির্ব্যঞ্জনসন্ধিঃ প্রকৃতিসন্ধিস্তথৈব চ।
অনুস্বারো বিসর্গশ্চ সন্ধিঃ স্যাৎ পঞ্চলক্ষণঃ।।'

তবে ধ্বনি বা বর্ণ প্রধানতঃ স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে দুই প্রকার আর সন্ধি হচ্ছে ধ্বনি বা বর্ণঘটিত ব্যাপার;সুতরাং সন্ধি মুখ্যতঃ দুই শ্রেণীর — (১) **স্বর** ও (২) **ব্যঞ্জন**। বিসর্গ সন্ধি

Scanned by CamScanner

স্‌জাত ও র্‌জাত হওয়ায় তা হচ্ছে ব্যঞ্জনসন্ধির অবান্তর (= উপ) ভেদ। সন্ধি করা সম্বন্ধে নিয়ম আছে —

'সংহিতৈকপদে নিত্যা, নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।
সমাসেঽপি চ নিত্যা স্যাৎ, সা চান্যত্র বিভাষিতা।।'

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঠান্তর আছে — **'নিত্যা সমাসে বাক্যে তু, সা বিবক্ষামপেক্ষতে'**। একপদে, ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে এবং সমাসে সন্ধি নিয়তই হয়, এছাড়া অন্যত্র বাক্য প্রভৃতিতে সন্ধি বক্তা বা লেখকের ইচ্ছাধীন। যথা — পবনঃ (< পো + অনঃ), প্রাবিশৎ (< প্র + অবিশৎ), পঞ্চাননঃ (< পঞ্চ + আননঃ)। আবার রামো বনং গচ্ছতি অথবা রামঃ বনম্ গচ্ছতি। তবে শ্রুতিমধুরতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রায়শঃ সন্ধি করা হয়।

২.১৩। স্বরসন্ধি

স্বরের সঙ্গে স্বরের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে।

১. সাধারণ স্বর — **অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঋৃ ঌ**
২. গুণ স্বর — **অ এ ও অর্ অল্** (**'অদেঙ্‌গুণঃ'** ১।১।২)।
৩. বৃদ্ধি স্বর — **আ ঐ ঔ আর্ আল্** (**'বৃদ্ধিরাদৈচ্'** ১।১।১)।

গুণের (= দ্বিতীয় অবস্থার বিশেষতার) স্বরূপ হচ্ছে যে, সে যে-কোন বাহ্য সন্ধির নিয়ম অনুসারে পূর্ববর্ত্তী অ-র সাথে মিলে সবল (strong) হয়, কিন্তু যে অ স্বয়ং অপরিবর্ত্তিত থাকে তার ক্ষেত্রে নয়। গুণ স্বরের কোন একটি অ-র সাথে মিলে সবল (strong) হওয়া হচ্ছে বৃদ্ধির স্বরূপ। বৃদ্ধি হচ্ছে গুণের দীর্ঘীভূত রূপ। গুণ-অবস্থার সমকক্ষ **য ব্ র্ ল্**-এর যথাক্রমে **ই উ ঋ ঌ**তে পরিবর্ত্তনকে **সম্প্রসারণ** (vocalisation of semi-vowels) বলে (**'ইগ্‌যণঃ সম্প্রসারণম্'** ১।১।৪৫)।

ই ঈ, উ ঊ, ঋ এবং সন্ধ্যক্ষর **এ ঐ ও ঔ** (এদের উত্তরভাগে **ই** বা **উ** আছে) স্বর যথাক্রমে **য্ ব্ র্** এই অন্তঃস্থ ধ্বনিতে এবং অয্ আয্ অব্ আব্ ধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত হতে পারায় এদেরকে **ব্যঞ্জনস্বরূপ** (consonantal) স্বর বলে। **অ** এবং **আ** অন্তঃস্থতে পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় এদেরকে **অব্যঞ্জনস্বরূপ** (unconsonantal) স্বর বলে।

স্বরসন্ধিকে প্রধানতঃ নিম্ন কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) দুটি স্বরের একাদেশরূপ বিকার হয়। একে **প্রশ্লিষ্ট সন্ধি** বলা হয়। এই একাদেশ (contraction) আবার তিন প্রকার (অ) দীর্ঘরূপ একাদেশ, (আ) গুণরূপ একাদেশ এবং (ই) বৃদ্ধিরূপ একাদেশ।

Scanned by CamScanner

(অ) 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬।১।১০১) — অক্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের পর (= হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরের পর) সমানসংজ্ঞক বর্ণ থাকলে উভয়ের মিলনে দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়। যেমন — অবর্ণ + অবর্ণ = আ, যথা — স্ব + অধীনঃ = **স্বাধীনঃ**, বেদ + অধ্যয়নম্ = **বেদাধ্যয়নম্**, বেদ + অন্তঃ = বেদান্তঃ, ধর্ম + অর্থঃ = ধর্মার্থঃ, পরম + অর্থঃ = পরমার্থঃ, বীর + অঙ্গনা = বীরাঙ্গনা, শস্ত্র + অস্ত্রম্ = শস্ত্রাস্ত্রম্, শাস্ত্র + অর্থঃ = শাস্ত্রার্থঃ, হিম + আলয়ঃ = **হিমালয়ঃ**, দেব + আগমনম্ = **দেবাগমনম্**, শিব + আলয়ঃ = **শিবালয়ঃ**, সত্য + আগ্রহঃ = সত্যাগ্রহঃ, বিদ্যা + অর্থী = **বিদ্যার্থী**, শিক্ষা + অর্থী = **শিক্ষার্থী**, পরীক্ষা + অর্থী = পরীক্ষার্থী, বিদ্যা + আলয়ঃ = **বিদ্যালয়ঃ**, দয়া + আনন্দঃ = দয়ানন্দঃ। ইবর্ণ + ইবর্ণ = ঈ, যথা — মুনি + ইন্দ্রঃ = মুনীন্দ্রঃ, কবি + ইন্দ্রঃ = কবীন্দ্রঃ, রবি + ইন্দ্রঃ = রবীন্দ্রঃ, অভি + ইষ্টঃ = অভীষ্টঃ, অতি + ইব = অতীব ;কবি + ঈশঃ = **কবীশঃ**, গিরি + ঈশঃ = গিরীশঃ, মুনি + ঈশ্বরঃ = মুনীশ্বরঃ, কপি + ঈশঃ = কপীশঃ, হরি + ঈশঃ = হরীশঃ, অধি + ঈশঃ = অধীশঃ ;মহী + ঈশঃ = মহীশঃ, নদী + ঈশঃ = নদীশঃ, সতী + ঈশঃ = সতীশঃ, নারী + ঈশ্বরঃ = নারীশ্বরঃ। উবর্ণ + উবর্ণ = ঊ, যথা — ভানু + উদয়ঃ = **ভানূদয়ঃ**, মধু + উদকম্ = মধূদকম্, সাধু + উৎসবঃ = সাধূৎসবঃ, বধূ + উৎসবঃ = **বধূৎসবঃ** ;চমু + উল্লাসঃ = চমূল্লাসঃ, বাহু + ঊর্ধ্বম্ = বাহূর্ধ্বম্, চমু + ঊর্মি = চমূর্মি। ঋবর্ণ + ঋবর্ণ = ৠবর্ণ, যথা — পিতৃ + ঋণম্ = পিতৄণম্, হোতৃ + ঌকারঃ = **হোতৄকার** (ঌকারের দীর্ঘ না থাকায় সমানসংজ্ঞক ঋকারের দীর্ঘ ৠকার হয়েছে), ভ্রাতৃ + ঋদ্ধিঃ = ভ্রাতৄদ্ধিঃ।

ব্যতিক্রম : অন্য + অন্যঃ = **অন্যোন্যঃ** (বাংলায় অন্যান্য শব্দই শুদ্ধ);সীমন্ + অন্তঃ = **সীমন্তঃ** (= কেশবিন্যাস), কিন্তু (সীমা + অন্ত >) **সীমান্তঃ** অর্থ সীমানা ;শক + অন্ধুঃ = **শকন্ধুঃ**, কুল + অটা = **কুলটা**, মার্ত্ত + অণ্ডঃ = **মার্ত্তণ্ডঃ** (সূর্যঃ), সার (=চিত্রবিচিত্র) + অঙ্গঃ = **সারঙ্গঃ** (হরিণবিশেষঃ)।

(আ) 'আদ্‌গুণঃ' (৬।১।৮৭) — অ অথবা আর পর হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ ইক্ (ই, উ, ঋ, ঌ) থাকলে উভয়ে মিলে যথাক্রমে এ, ও, অর্ এবং অল্ হয়ে যায়। একে গুণরূপ একাদেশ বলে। অ-বর্ণ + ই-বর্ণ = এ, যথা — দেব + ইন্দ্রঃ = **দেবেন্দ্রঃ**, সুর + ইন্দ্রঃ = **সুরেন্দ্রঃ**, শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা, নর + ইন্দ্রঃ = নরেন্দ্রঃ ; শুভ + ঈশঃ = **শুভেশঃ**, দেব + ঈশঃ = দেবেশঃ ;যথা + ইষ্টঃ = **যথেষ্টঃ**, মহা + ইন্দ্রঃ = মহেন্দ্রঃ, রমা + ইন্দ্রঃ = রমেন্দ্রঃ, রমা + ঈশঃ = **রমেশঃ**, মহা + ঈশঃ = মহেশঃ। অবর্ণ + উবর্ণ = ও, যথা — বীর + উচিত = **বীরোচিতঃ**, সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ, পর + উপকারঃ = পরোপকারঃ, হিত + উপদেশঃ = হিতোপদেশঃ ;মহা + উৎসবঃ = **মহোৎসবঃ**, গঙ্গা + উদকম্ = গঙ্গোদকম্, আত্মা + উৎসর্গঃ = আত্মোৎসর্গঃ ;নব + ঊঢ়া = **নবোঢ়া**, জল + ঊর্মিঃ = জলোর্মিঃ ;মহা + ঊর্মিঃ = **মহোর্মিঃ**;দেব + ঋষিঃ = **দেবর্ষিঃ**, মহা + ঋষিঃ = **মহর্ষিঃ**। অ এ ও এই তিন গুণসংজ্ঞক

Scanned by CamScanner

বর্ণের মধ্যে কৃষ্ণ + ঋদ্ধিঃ স্থলে অ এবং ঋ বর্ণের গুণরূপ একাদেশস্থলে এ এবং ও-এর মধ্যে কোন সাম্য না থাকায় এবং অ-এর মধ্যে আংশিক সাম্য থাকায় 'অ' এই গুণরূপ একাদেশ হলে, এই ঋ-স্থানে 'অ' হওয়ায় রকার পরবর্ত্তী হয়ে ('**উরণ্‌রপরঃ**' ১।১।৫১) 'অর্' হয়। সুতরাং সন্ধিতে কৃষ্ণর্দ্ধিঃ হয়। তব + ৯কারঃ = **তবল্‌কারঃ**।

ব্যতিক্রম : প্র + ঊঢ়ঃ = **প্রৌঢ়ঃ**, প্রৌঢ়িঃ (< প্র + ঊঢ়িঃ), অক্ষ+ ঊহিনী = **অক্ষৌহিণী**, স্ব + ঈরঃ = **স্বৈরঃ**, স্বৈরী, ধা + ঊতঃ = **ধৌতঃ**, উপ + এধতে = **উপৈধতে**। প্র + এষঃ > প্রৈষঃ, প্র + এষ্যঃ > প্রৈষ্যঃ, সুখেন ঋতঃ > সুখার্ত্তঃ (< সুখ + ঋত), ক্ষুধর্ত্তঃ, শীতার্ত্তঃ, প্র + ঋর্ণম্ > প্রার্ণম্, বৎসতরার্ণম্, কম্বলার্ণম্, বসনার্ণম্, দশার্ণাঃ, ঋণার্ণম্ ('**অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্**', '**প্রাদূহোঢোঢ্যেষৈষ্যেষু**', **ঋতে চ তৃতীয়াসমাসে, প্রবৎসতরকম্বলবসনার্ণদশানামৃর্ণে**' বা.)।

(ই) '**বৃদ্ধিরেচি**' (৬।১।৮৮) — অ বা আ-র পর এচ্ (এ/ঐ, ও/ঔ) থাকলে উভয়ে মিলে যথাক্রমে ঐ এবং ঔ হয়ে যায়। একে বৃদ্ধিরূপ একাদেশ বলে। যেমন অবর্ণ + এ/ঐ = ঐ, যথা — এক+ একম্ = **একৈকম্**, সদা + এব = **সদৈব**, তথা + এব = তথৈব, মহা + ঐশ্বর্যম্ = **মহৈশ্বর্যম্**। অবর্ণ + ও/ঔ = ঔ, যথা — বন + ওষধিঃ = **বনৌষধিঃ**, জল + ওঘঃ = জলৌঘঃ ; পরম + ঔষধম্ = **পরমৌষধম্**, পরম + ঔদার্যম্ = পরমৌদার্যম্ ; মহা + ঔষধম্ = **মহৌষধম্** ; কৃষ্ণ + ঔৎসুক্যম্ = কৃষ্ণৌৎসুক্যম্, মহা + ঔদার্যম্ = মহৌদার্যম্।

ব্যতিক্রম : শুদ্ধ + ওদনঃ = **শুদ্ধোদনঃ**, প্র + এতি = **প্রৈতি**, প্রষ্ঠ + ঊহঃ = **প্রৌষ্ঠঃ** ('**এত্যেধত্যূঠ্‌সু**' ৬।১।৮৯)। বিম্ব + ঊষ্ঠঃ = বিকল্পে **বিম্বৌষ্ঠঃ**, পক্ষে বিম্বোষ্ঠঃ ; স্থূল + অতুঃ (= বিড়ালঃ) **স্থূলৌতুঃ**/বা স্থূলোতুঃ। তব + ওষ্ঠঃ = **তবৌষ্ঠঃ**। শিবায় + ওম্ = **শিবায়োম্**।

(২) **যণাদি** (য্, ব্, র্, ল্) **সন্ধি** : '**ইকো যণচি**' (৬।১।৭৭) — অচ্ পরে থাকলে ইক্-এর স্থানে যণ্ হয়। তাই একে যণ্ সন্ধি বলা হয়। অর্থাৎ হ্রস্ব বা দীর্ঘ ইক্(হ্রি উ ঋ ঌ)-এর পর হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে কোনো অসবর্ণ অচ্ থাকলে যথাক্রমে য্ ব্ র্ ল্ হয় এবং পরবর্ত্তী স্বর যুক্ত হয়। পূর্ববর্ত্তী স্বর দ্রুত (= তাড়াতাড়ি) তার অনুরূপ অন্তঃস্থ ব্যঞ্জনে পরিবর্ত্তিত হলে ব্যঞ্জনটি উচ্চারণের জন্য পরবর্ত্তী স্বরের সাহায্য নেয়। ফলে সন্ধ্যভাবের অবকাশ না দিয়ে ব্যঞ্জন এবং স্বরটি উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের এই দ্রুততাকে বলা হয় ক্ষিপ্রতা। এ কারণে যণ্সন্ধিকে **ক্ষৈপ্র সন্ধি** বলা হয়। যেমন — **ইবর্ণ** + অসবর্ণ = য্ + অসবর্ণ, যথা — যদি + অপি = **যদ্যপি**, প্রতি + আবর্ত্তনম্ = প্রত্যাবর্ত্তনম্, ইতি + আদি = ইত্যাদি, অতি + অন্তম্ = অত্যন্তম্, দধি + ঋণম্ = দধ্যৃণম্, অতি + আচারঃ = অত্যাচারঃ, বি + অতিক্রমঃ = ব্যতিক্রমঃ, বি + আপ্তঃ = ব্যাপ্তঃ, বি + আপকঃ = ব্যাপকঃ, দেবী + অর্পণম্ = দেব্যর্পণম্ লক্ষ্মী + ঔৎসুক্যম্ = **লক্ষ্ম্যৌৎসুক্যম্**, নদী + ঊর্মিঃ = **নদ্যূর্মিঃ**। উবর্ণ + অসবর্ণ = ব্ +

Scanned by CamScanner

অসবর্ণ, যথা — নদ্ + অত্র = **নদ্যত্র**, অনু + অয়ঃ = অন্বয়ঃ, সু + অল্পম্ = স্বল্পম্, সু + আগতম্ = স্বাগতম্, অনু + এষণম্ = অন্বেষণম্, বধূ + আগমনম্ = বধ্বাগমনম্, বধূ + ঐশ্বর্যম্ = বধ্বৈশ্বর্যম্। ঋবর্ণ + অসবর্ণ = র্ + অসবর্ণ, যথা — পিতৃ + অর্থঃ = **পিত্রর্থঃ**, মাতৃ + আনন্দঃ = মাত্রানন্দঃ, পিতৃ + আজ্ঞা = পিত্রাজ্ঞা, ভ্রাতৃ + উপদেশঃ = ভ্রাত্রুপদেশঃ, স্বসৃ + আদানম্ = স্বস্রাদানম্। ঌ + অসবর্ণ = ল্ + অসবর্ণ, যথা — ঌ + অকারৌ = লকারৌ।

(৩) **অয়াদি** (অয়্, আয়্, অব্, আব্) **সন্ধি** : '**এচোঽয়বায়াবঃ**' (৬।১।৭৮) — এচ্-এর পর অচ্ থাকলে এই এচ্ (= এ, ও, ঐ, ঔ) যথাক্রমে অয়্ অব্ আয়্ আব্ হয়। একে **অয়াদি** সন্ধি বলে। একে **ভগ্ন** সন্ধিও বলা হয়। কারণ ভগ্ন অর্থাৎ ভাঙ্গা, এ এবং ঐ এই কণ্ঠতালব্য স্বর দুটি ভগ্ন হয়ে যথাক্রমে কণ্ঠ্য **অ** এবং তালব্য **য্** আর কণ্ঠ্য **আ** এবং তালব্য **য্**-তে পরিবর্তিত হয়। তেমনি **ও** এবং **ঔ** এই কণ্ঠৌষ্ঠ্য স্বর দুটি ভগ্ন হয়ে যথাক্রমে কণ্ঠ্য **অ** এবং দন্তৌষ্ঠ্য **ব্** আর কণ্ঠ **আ** এবং দন্তৌষ্ঠ্য **ব্**-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন — এ + অদন্ত্য স্বর = অয্ + অদন্ত্য স্বর, যথা — নে + অনম্ = **নয়নম্**, শে + অনম্ = শয়নম্ ;ঐ + অদন্ত্য স্বর = আয়্ + অদন্ত্য স্বর, যথা — গৈ + অকঃ = **গায়কঃ**, নৈ + অকঃ = নায়কঃ, গৈ + অনম্ = গায়নম্। ও + অনৌষ্ঠ্য স্বর = অব্ + অনৌষ্ঠ্য স্বর, যথা — ভো + অনম্ = **ভবনম্**, পো + অনঃ = পবনঃ, শ্রো + অনম্ = শ্রবণম্ ;ঔ + অনৌষ্ঠ্য স্বর = আব্ + অনৌষ্ঠ্য স্বর, যথা — ভৌ + উকঃ = **ভাবুকঃ**, পৌ + অকঃ = পাবকঃ, নৌ + ইকঃ = নাবিকঃ।

(৪) '**এঙঃ পদান্তাদতি**' (৬।১।১০৯)— পদান্ত **এ** এবং **ও**-এর পরবর্ত্তী পদাদির অকার পূর্বরূপের সাথে মিশে যায় এবং অকারটি 'ঽ'/'ऽ' (অবগ্রহ) রূপে পরিণত হয়ে লুপ্ত অকার নামে পরিচিত হয়। এটিকে **পূর্বরূপ সন্ধি** এবং **অভিনিহিত সন্ধি** বলে। যেমন এ + অ = এঽ, যথা - রামে + অত্র = **রামেঽত্র** ; ও + অ = ওঽ, যথা - মনো + অভিলাষঃ = **মনোঽভিলাষঃ**, যশো + অভিলাষঃ = **যশোঽভিলাষঃ**, যশো + অধিকারঃ = **যশোঽধিকারঃ**, ভানো + অত্র = **ভানোঽত্র**।

এ এবং **ও**-র পরবর্ত্তী **অকার** ভিন্ন অন্য হ্রস্ব স্বর থাকলে পূর্বের এ এবং ও **অকার** হয়। একে **উদ্‌গ্রাহ** (out-stepping) **সন্ধি** বলে। যেমন এ + হ্রস্ব স্বর = অ + হ্রস্ব স্বর, যথা — অগ্নে + ইন্দ্রঃ = **অগ্ন ইন্দ্রঃ** ;ও + হ্রস্ব স্বর = অ + হ্রস্ব স্বর, যথা — বায়ো + উক্‌থেভিঃ = **বায় উক্‌থেভিঃ**।

এ **ঐ** এবং **ও ঔ** অকারভিন্ন কোন স্বরের অথবা সন্ধ্যক্ষরের পূর্ববর্ত্তী হলে স্বভাবতঃ যথাক্রমে অয়্ আয়্ এবং অব্ আব্ রূপে পরিবর্তিত হয় — এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে, কিন্তু '**লোপঃ শাকল্যস্য**' (৮।৩।১৯) অনুসারে পদান্তে বর্ত্তমান অয্ আয়্-এর **য্** এবং অব্ আব্-

Scanned by CamScanner

এর **ব্** বিকল্পে লুপ্ত হয়। যথা — মুনে + আগচ্ছ = **মুন আগচ্ছ / মুনয়াগচ্ছ**, বিভো + এহি = **বিভ এহি / বিভবেহি**; ধিয়ৈ + অর্থঃ = **ধিয়া অর্থঃ / ধিয়াযর্থঃ**, রবৌ + অস্তমিতে = **রবা অস্তমিতে / রবাবস্তমিতে**।

'সর্বত্র বিভাষা গোঃ' (৬।১।১২২) পদান্ত গো শব্দের পর অকার থাকলে বিকল্পে প্রকৃতিভাব হয়। যথা — গো + অগ্রম্ = **গো অগ্রম্**, পক্ষে — **'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য'** (৬।১।১২৩) — স্বরবর্ণ পরে থাকলে গো শব্দের ওকারের স্থানে বিকল্পে অব(ঙ্) হয়। **গবাগ্রম্ / গোঽগ্রম্**, গো + অজিনম্ = **গো অজিনম্ / গবাজিনম্ / গোঽজিনম্**। কিন্তু গো + অক্ষঃ = **গবাক্ষঃ** (নিত্যই অবঙ্ হয়)।

(৫) **পররূপ সন্ধি** : **'এঙি পররূপম্'** (৬।১।৯৪) — অবর্ণান্ত উপসর্গের পর একারাদি বা ওকারাদি ধাতু থাকলে উভয়ে মিলে পররূপ হয়। যথা — প্র + এজতে = **প্রেজতে**, উপ + ওষতি = **উপোষতি**।

ব্যতিক্রম : **'উপসর্গাদৃতি ধাতোঃ'** (৬।১।৯১) - অবর্ণান্ত উপসর্গের পর ঋকারাদি ধাতু থাকলে উভয়ে মিলে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। যথা — উপ + ঋচ্ছতি= **উপার্চ্ছতি**, আ + ঋচ্ছতি = **আর্চ্ছতি**, আ + ঋতঃ = **আর্ত্তঃ**। **'বা সুপ্যাপিশলেঃ'** (৬।১।৯২)— ঋকারান্ত নামধাতু পরে থাকলে বিকল্পে বৃদ্ধি হয়। যথা — প্রার্ষভীয়তি / প্রর্ষভীয়তি। দীর্ঘে বৃদ্ধি হয় না। উপ + ঋকারীয়তি = উপর্কারীয়তি।

২.১৪। প্রকৃতিসন্ধি

কেউ কেউ **প্রকৃতিভাব** নামে স্বতন্ত্র সন্ধিভেদ স্বীকার করেন। কিন্তু আসলে এটি একটি পৃথক্ সন্ধিভেদ নয়, স্বরসন্ধিরই প্রকার বলা যায়। প্রকৃত্যা ভাবঃ অবস্থানং **প্রকৃতিভাবঃ** অর্থাৎ স্ব-রূপে অবস্থান হচ্ছে প্রকৃতিভাব — কোনও বিকার না হওয়া।

(১) **'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্'** (৬।১।১২৫) — প্লুত এবং প্রগৃহ্য স্বরের সঙ্গে সন্ধি হয় না। **'দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ'** - দূর হতে আহ্বানে, গানে, কান্নায় অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট স্বরকে **প্লুত** স্বর বলে। এই প্লুত স্বরের সঙ্গে সন্ধি হয় না। যথা — **কৃষ্ণ৩** অত্র গৌশ্চরতি। সখে৩ + আকর্ণয় = সখে৩ আকর্ণয়, রাম৩ আগচ্ছ, কৃষ্ণ৩ এহি।

(২) **'ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্'** (১।১।১১) — **ঈ**কারান্ত, **ঊ**কারান্ত এবং **এ**কারান্ত দ্বিবচনান্ত পদ প্রগৃহ্য হয়। যথা — হরী এতৌ, বিষ্ণূ ইমৌ, লতে এতে, পচেতে ইমৌ। কিন্তু **মণীবোষ্ট্রস্য** এখানে ইবার্থে 'বা' অথবা 'ব' শব্দের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে।

(৩) **'অদসো মাৎ'** (১।১।১২) --- শব্দরূপে অদস্ শব্দের ম্-এর পরবর্ত্তী ঈকার ও ঊকার প্রগৃহ্য হয়। যথা — অমী ঈশাঃ, অমূ আসাতে। অদস্ শব্দ না হলে প্রকৃতিভাব হয় না, সন্ধি হয়। যথা — অমী (রুগ্ন) + অয়ম্ = **অম্যয়ম্**, এরূপ **অম্যশ্বঃ** রুগ্ন অশ্ব।

Scanned by CamScanner

(৪) **'ওৎ'** (১।১।১৫) — ওকারান্ত অব্যয় প্রগৃহ্য। যথা — অহো ঈশাঃ, নো ইহ, নো ইতরাণি।

(৫) **'ঋত্যকঃ'** (৬।১।১২৮) — ঋকার পরে থাকলে পদান্ত অ ই উ ঋ এবং ঌকারের বিকল্পে সন্ধি হয় না এবং হ্রস্ব হয়। যথা — জন্ম + ঋতুঃ = **জন্মঋতুঃ / জন্মর্তুঃ**, ব্রহ্ম + ঋষিঃ = **ব্রহ্মঋষিঃ / ব্রহ্মর্ষিঃ**, সপ্ত + ঋষীণাম্ = **সপ্তঋষীণাম্ / সপ্তর্ষীণাম্** (সমাসেও বিকল্পে প্রকৃতিভাব হয়েছে)। খট্টা + ঋষিঃ = **খট্টঋষিঃ / খট্টর্ষিঃ**।

(৬) **'ইকোঽসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ'** (৬।১।১২৭) — অসবর্ণ স্বর পরে থাকলে পদান্ত ই উ ঋ এবং ঌকারের বিকল্পে সন্ধি হয় না এবং হ্রস্ব হয়। যথা — চক্রী + অত্র = চক্রিঅত্র / চক্র্যত্র।

২.১৫। ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বর কিংবা ব্যঞ্জনের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। পূর্বপদের অন্ত ব্যঞ্জন বর্ণের পরবর্ত্তী পদের আদি স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে মিলন হচ্ছে ব্যঞ্জন সন্ধি। পূর্বপদের অন্তে সাধারণতঃ এই ব্যঞ্জনগুলি থাকে — **ক্ ঙ্ ট্ ত্ (দ্) ন্ প্ ম্** এবং **বিসর্জনীয়**।

(১) অ) পরবর্ত্তী কোমল অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ (= বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ) থাকলে পূর্ববর্ত্তী পদান্ত অনুনাসিক এবং অন্তঃস্থ ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণ কোমল অল্পপ্রাণ (= বর্গের তৃতীয়) বর্ণ হয়ে যায় (**'ঝলাং জশ্ ঝশি'** ৮।৪।৫৩)। যথা — সুধ্ধ্য্ + উপাস্যঃ = সুদ্ধ্যুপাস্যঃ।

আ) **'ঝলাং জশোঽন্তে'** (৮।২।৩৯) — পদান্তে ঝল্-এর জশ্ হয়। অর্থাৎ ঝলের মধ্যে কেবল চয় (চ্ ট্ ত্ ক্ প্)-এর স্থানে জশ্ (জ্ ড্ দ্ গ্ ব্) হয় যদি পরে অশ্ থাকে। চয় + অশ্ = জশ্ + অশ্। যথা — অচ্+ অন্তঃ = অজন্তঃ, মধুলিট্+ অয়ম্ = মধুলিড়য়ম্, তৎ + গচ্ছ = তদ্গচ্ছ, গুপ্ + বন্ধঃ = গুব্বন্ধঃ, উৎ + হারঃ = উদ্ধারঃ, পদ্ + হতিঃ = পদ্ধতিঃ, তৎ + হিতঃ = তদ্ধিতঃ।

পাণিনির উক্ত সূত্র দুটিকে সংক্ষেপে একত্রে সহজ করে বললে দাঁড়াবে — বর্গের প্রথম বর্ণ + স্বরবর্ণ / বর্গের তৃতীয় / চতুর্থ অথবা অন্তঃস্থ বর্ণ = বর্গের তৃতীয় বর্ণ + পরবর্ত্তী স্বরাদি বর্ণ। যথা — অপ্ + জঃ = অব্জঃ, সুপ্ + অন্তঃ = সুবন্তঃ, কৃৎ + অন্তঃ = কৃদন্তঃ, দিক্ + অন্তঃ = দিগন্তঃ, দিক্ + ইন্দ্রঃ = দিগিন্দ্রঃ, দিক্ + দর্শনম্ = দিগ্দর্শনম্, দিগ্গজঃ, বাগ্দানাম্, দিগঞ্চলম্, বাগীশঃ, দিগম্বরঃ, ষট্ + দর্শনম্ = ষড়্দর্শনম্, জগৎ + ঈশঃ = জগদীশঃ, জগৎ + গুরুঃ = জগদ্গুরুঃ, চিৎ + আনন্দম্ = চিদানন্দম্, ণিচ্ + অন্তঃ = ণিজন্তঃ।

Scanned by CamScanner

(২) **'খরি চ'** (৮।৪।৫৫) — খর্ পরে থাকলে ঝল্ চর্ হয়। অর্থাৎ খর্ (= বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ্ ষ্ স্) পরে থাকলে পূর্ববর্ত্তী (কেবল ঝলের) জশ্ (জ্ ড্ দ্ গ্ ব্) চয্ (চ্ ট্ ৎ ক্ প্) বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা — বাগ্ + কৃতা = বাক্কৃতা, তদ্ + সৎ = তৎসৎ, পাড্+ সরতি= পাট্সরতি, ককুব্ + প্রকাশতে= ককুপ্প্রকাশতে। তদ্ + কালঃ = তৎকালঃ, তদ্ + ত্বম্ = তত্ত্বম্, তদ্ + পরঃ = তৎপরঃ।

(৩) **'যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা'** (৮।৪।৪৫) — অনুনাসিক (ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্) বর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্ত্তী (যর্-এর মধ্যে কেবল) চয্ (= চ্ ট্ ত্ ক্ প্) বর্ণ বিকল্পে স্ববর্গের অনুনাসিকে পরিবর্ত্তিত হয়। চয্ + ঞ্ম্ = ঞ্ম্ + ঞ্ম্। পক্ষে **'ঝলাং জশোঽন্তে'** (৮।২।৩৯) অনুসারে স্ববর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা — বাক্ + মহিমা = বাঙ্মহিমা / বাগ্মহিমা, তৎ + নিত্যম্ = তন্নিত্যম্ / তদ্নিত্যম্, ষট্ + মাসঃ = ষণ্মাষঃ / ষড়্মাসঃ, জগৎ + নাথঃ = জগন্নাথঃ / জগদ্নাথঃ, দিক্+ নাগঃ = দিঙ্নাগঃ / দিগ্নাগঃ, তৎ + নাম = তন্নাম / তদ্নাম, উৎ + নয়নম্ = উন্নয়নম্ / উদ্নয়নম্, উৎ + মত্তঃ = উন্মত্তঃ / উদ্মত্তঃ, দিক্ + নির্ণয়ঃ = দিঙ্নির্ণয়ঃ / দিগ্নির্নয়, পরাক্ + মুখঃ = পরাঙ্মুখঃ / পরাগ্মুখঃ। কিন্তু ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্থলে নিত্যই অনুনাসিক হয়, বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয় না ('প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যম্' বা.)। যথা — বাক্ + ময়ঃ = বাঙ্ময়ঃ, চিৎ + ময়ঃ = চিন্ময়ঃ।

(৪) **'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙ্মুণ্নিত্যম্'** (৮।৩।৩২)— পরে যে কোন স্বর বর্ণ থাকলে পূর্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বরপূর্বক পদান্ত ঙ্ ণ্ এবং ন্-এর দ্বিত্ব হয়। হ্রস্ব স্বর ঙম্ + অচ্ = হ্রস্বস্বরঙম্ঙম্অচ্। যথা — প্রত্যঙ্ + আত্মা = প্রত্যঙ্ঙাত্মা, সুগণ্ + ইহ = সুগণ্ণিহ, সুগণ্ + ঈশঃ = সুগণ্ণীশঃ, সন্ + অচ্যুতঃ = সন্নচ্যুতঃ, তস্মিন্ + অদ্রৌ = তস্মিন্নদ্রৌ। কিন্তু ভবান্ + অত্র = ভবানত্র।

(৫) **'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ', 'ষ্টুনা ষ্টুঃ'** (৮।৪।৪০,৪১) — সকার ও তবর্গের বর্ণ শকার ও চবর্গের বর্ণের যোগে শকার ও চবর্গের বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয় এবং ষকার ও টবর্গের বর্ণের যোগে ষকার ও টবর্গের বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা — রামস্ + শেতে = রামশ্শেতে, নরস্ + চলতি= নরশ্চলতি, সৎ + চিৎ = সচ্চিৎ, শরৎ + চন্দ্রঃ = শরচ্চন্দ্রঃ, জগৎ + ছত্রম্ = জগচ্ছত্রম্, জগৎ + ছায়া = জগচ্ছায়া, মহৎ + ছায়া = মহচ্ছায়া, উৎ + ছন্নম্ = উচ্ছন্নম্, সৎ + জনঃ = সজ্জনঃ, মরুৎ + জয়ঃ = মরুজ্জয়ঃ, রাজন্ + জয়ঃ = রাজঞ্জয়ঃ, বিপদ্ + জালম্ = বিপজ্জালম্ ;রামস্ + ষষ্ঠঃ = রামষ্ষষ্ঠঃ, নরস্ + টীকতে= নরষ্টীকতে, তৎ + টীকা = তট্টীকা, বৃহৎ + টীকা = বৃহট্টীকা, উৎ + ডীয়তে= উড্ডীয়তে, লিখৎ + ণকারম্ = লিখণ্ণকারম্, রণৎ + ঢক্কা = রণড্ঢক্কা।

Scanned by CamScanner

অ) **'তোর্লি'** (৮।৪।৬০) — পরে লকার থাকলে তবর্গের স্থানে লকার হয়। উৎ + লেখঃ = উল্লেখঃ, তৎ + লীনম্ = তল্লীনম্, বিপদ্ + লয়ঃ = বিপল্লয়ঃ। 'ন্'-এর সবর্ণ অনুনাসিক লঁ্ হয়। বিদ্বান্ + লিখতি= বিদ্বাল্লিঁখতি।

(৬) **'শশ্ছোঽটি'** (৮।৪।৬৩), **'ছত্বমমীতি বাচ্যম্'** (বা.) — বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ পূর্বে থাকলে এবং স্বরবর্ণ বা অন্তঃস্থবর্ণ বা হ্কার পরে থাকলে শ্ স্থানে বিকল্পে ছ হয়। তৎ + শিরঃ = তচ্ছিরঃ, তৎ + শ্লোকঃ = তচ্ছ্লোকঃ, বাক্ + শরঃ = বাক্ছরঃ, ষট্+ শেতে= ষট্ছেতে, ককুপ্ + শেতে = ককুপ্ছেতে, সৎ + শাস্ত্রম্ = সচ্ছাস্ত্রম্, উৎ + শ্বাসঃ = উচ্ছ্বাসঃ, উৎ + শিষ্টম্ = উচ্ছিষ্টম্, চলৎ + শক্তিঃ = চলচ্ছক্তিঃ। পক্ষে শকারই থাকে। যথা তচ্শিরঃ, তচ্শ্লোকঃ, বাক্শরঃ, ষট্শেতে, ককুপ্শেতে, সচ্শাস্ত্রম্, উচ্শ্বাসঃ, উচ্শিষ্টম্, চলচ্শক্তিঃ।

(৭) **'শি তুক্'** (৮।৩।৩১) — পরে শকার থাকলে পূর্ববর্ত্তী নকারের পর বিকল্পে ত্ আগম হয়। সন্ + শম্ভুঃ = (**'ঝরো ঝরি সবর্ণে'** ৮।৪।৬৫ অনুসারে চলোপ পক্ষে) সঞ্ছম্ভুঃ/ (চলোপাভাবপক্ষে) সঞ্চ্ছম্ভুঃ / (ছত্বাভাবপক্ষে) সঞ্চ্শম্ভুঃ / (তকারাগমের অভাব পক্ষে) সঞ্শম্ভুঃ। স্মরণীয় কারিকা —

'ঞ্ছে ঞ্চছ্ব ঞ্চশা ঞ্শাবিতি চতুষ্টয়ম্।
রূপাণামিহ তুক্ছত্বচলোপানাং বিকল্পনাৎ।।'

অ) **'ছে চ'** (৬।১।৭৩) — হ্রস্ব স্বরের পর ছ্ থাকলে ছ্-এর পূর্বে ত্ আগম হয়। সংস্কৃত+ ছত্রঃ = সংস্কৃতচ্ছত্রঃ, শিব + ছায়া = শিবচ্ছায়া। কিন্তু দীর্ঘ স্বরের পর বিকল্পে ত্ আগম হয় (**দীর্ঘাৎ'** ৬।১।৭৫)। লক্ষ্মী + ছায়া = লক্ষ্মীচ্ছায়া / লক্ষ্মীছায়া। তবে **আচ্ছাদনম্** (= আ + ছাদনম্) এখানে নিত্যই ত্ আগম হয়।

(৮) **'ঝয়ো হোঽন্যতরস্যাম্'** (৮।৪।৬২) — পদান্ত ঝয়্-এর পর হ্কারের বিকল্পে পূর্ব সবর্ণ হয়। অর্থাৎ ঝয়্-এর কেবল চয় (চ্ ট্ ত্ ক্ প্)-এর পর হ্ থাকলে এই হ্ পূর্ববর্ণ চয়্-এর চতুর্থ (ঝষ্ = ঝ্ ঢ্ ধ্ ঘ্ ভ্) বর্ণে বিকল্পে পরিণত হয়। আর পূর্ববর্ণ চয় **'ঝলাং জশোঽন্তে'** (৮।২।৩৯) অনুসারে নিজের তৃতীয় (জশ্ = জ্ ড্ দ্ গ্ ব্) বর্ণে পরিণত হয়। বাক্+ হরিঃ = বাগ্ঘরিঃ / বাগ্হরিঃ, তৎ + হরিঃ = তদ্ধরিঃ / তদ্হরিঃ, ষট্+ হলানি = ষড়্ঢলানি / ষড়্হলানি, ককুপ্ + হসতি = ককুব্ভসতি / ককুব্হসতি, দ্বিট্ + হসতি = দ্বিড়্ঢসতি / দ্বিড়্হসতি।

(৯) **'উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য'** (৮।৪।৬১) — উদ্ উপসর্গের পরবর্ত্তী স্থা এবং স্তম্ভ্ ধাতুর স্ স্থানে থ্ হয়। উদ্ + স্থানম্ ও উদ্ + স্তম্ভনম্ স্থলে উদ্থানম্ ও উদ্তম্ভনম্ হলে **'খরি চ'** (৮।৪।৫৫) অনুসারে দকার তকারে পরিণত হলে **'ঝরো ঝরি সবর্ণে'** (৮।৪।৬৫)

Scanned by CamScanner

অনুসারে পাক্ষিক থকারের, তকারের লোপে **উত্থানম্, উত্তম্ভনম্** সিদ্ধ হয়। উদ্ + থানম্, তম্ভনম্ = উত্থানম্, উত্তম্ভনম্।

(১০) **'অচো রহাভ্যাং দ্বে'** (৮।৪।৪৬) — স্বরবর্ণের পরবর্ত্তী র্ ও হ্-এর পরে হ্ ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণ বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যথা — অর্ক্কঃ অর্কঃ, মূর্খ্খঃ মূর্খঃ, অর্ঘ্ঘঃ অর্ঘঃ, দর্প্পঃ দর্পঃ, সর্ব্বঃ সর্বঃ, কর্ম্ম কর্ম, অর্চ্চনা অর্চনা, বর্জ্জনম্ বর্জনম্, ব্রহ্ম্মা ব্রহ্মা।

অ) **'অনচি চ'** (৮।৪।৪৭) — স্বরবর্ণের পরবর্ত্তী এবং ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ববর্ত্তী হ্ ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণ বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। সুদ্ধ্যুপাস্যঃ সুধ্যুপাস্যঃ, দদ্ধ্যত্র দধ্যত্র, উদ্দ্যমঃ উদ্যমঃ, মদ্ধরিঃ মধ্বরিঃ, যুদ্ধ্যতে যুধ্যতে, উগ্গ্রঃ উগ্রঃ, পুত্রঃ পুত্রঃ, ইন্দ্রঃ ইন্দ্রঃ। কিন্তু অর্হন্।

ব্যতিক্রম : **'শরোঽচি'** (৮।৪।৪৯) — স্বরবর্ণ পরে থাকলে শ্ ষ্ এবং স্-এর দ্বিত্ব হয় না। যথা — আদর্শঃ, স্পর্শঃ, হর্ষঃ।

(১১) **'ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ'** (৬।৩।১১১) — ঢ্ ও র্-এর লোপ হলে এদের পূর্ববর্ত্তী **অ ই** এবং **উ**কারের দীর্ঘ হয়। লীঢ্ (লিহ্ + ক্তঃ = লিঢ়ঃ + ঢঃ), রূঢ়ঃ (রুহ্ + ক্ত = রূঢ্ + ঢঃ), গূঢ়ঃ (গুহ্ + ক্তঃ = গুঢ্ + ঢঃ), মূঢ়ঃ (মুহ্ + ক্তঃ = মূঢ্ + ঢঃ)। পিতর্ + রক্ষ = পিতারক্ষ, নির্ + রবঃ = নীরবঃ, প্রাতর্ + রম্যম্ = প্রাতারম্যম্, হরির্ + রম্যঃ = হরীরম্যঃ, মাতুর্ + রোদনম্ = মতূরোদনম্, পুনর্ + রাজতে= পুনারাজতে, নির্ + রাজনা = নীরাজনা, নির্ + রন্ধ্রঃ = নীরন্ধ্রঃ, অন্তর্ + রাষ্ট্রিয়ঃ = অন্তারাষ্ট্রিয়ঃ (বাংলায় অন্তর্রাষ্ট্রিয় প্রয়োগবশতঃ শুদ্ধ)। পিতস্ প্রভৃতিতে সুপ্ বিভক্তির সকার **'সসজুষো রুঃ'** (৮।২।৬৬) অনুসারে 'র্' হয়েছে।

(১২) **'এতত্তদোঃ সুলোপোঽকোরনঞ্সমাসে হলি'** (৬।১।১৩২) — ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকলে এতদ্ ও তদ্ শব্দের উত্তর সুবিভক্তির লোপ হয়। যথা — এষঃ + দাতা = এষ দাতা, এষ বদতি, এষ শেতে ;সঃ + ভোক্তা = স ভোক্তা, স চলতি। নঞ্ তৎপুরুষে বা ককারান্ত হলে সু লুপ্ত হয় না। এষকো গচ্ছতি, সকো হসতি, এষকো রুদ্রঃ, অসঃ শিবঃ। প্রতীয়তে সম্প্রতি সোঽপ্যসঃ পরৈঃ।

২.১৬। অনুস্বারসন্ধি

অনুস্বারসন্ধি কারো মতে স্বতন্ত্র সন্ধি। কিন্তু আসলে অনুস্বার সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

(১) **'মোঽনুস্বারঃ'** (৮।৩।২৩) — ব্যঞ্জন পরে থাকলে পদান্ত ম্ অনুস্বার হয়ে যায়। যথা — হরিম্ + বন্দে = হরিং বন্দে, রামম্ সরতি = রামং সরতি, নেত্রম্ + রুজতি = নেত্রং রুজতি, হরিম্ + হরতি= হরিং হরতি।

Scanned by CamScanner

(২) **'বা পদান্তস্য'** (৮।৪।৫৯) — যয্ (ঊষ্ম ভিন্ন ব্যঞ্জন) পরে থাকলে পদান্ত ম্ বিকল্পে অনুস্বারে পরিণত হয়। পক্ষে স্পর্শবর্ণ পরে থাকলে সেই বর্গের পঞ্চম, অন্যথায় অনুনাসিক পরবর্ণ প্রাপ্ত হয়। যথা — ত্বম্ + করোষি = ত্বং করোষি / ত্বঙ্করোষি, সম্ + যাবঃ = সংযাবঃ / সয়ঁ্যাবঃ।

(৩) **'নশ্চাপদান্তস্য ঝলি'** (৮।৩।২৪) — ঝল্ (অর্থাৎ অন্তঃস্থ ব্ র্ ল্ য্ এবং বর্গের পঞ্চম বর্ণভিন্ন সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ) পরে থাকলে অপদান্ত নকার এবং মকার অনুস্বারে পরিণত হয়। যথা — যশান্ + সি = যশাংসি, আক্রম্ + স্যতে = আক্রংস্যতে, হন্ + সঃ = হংসঃ, ভ্রম্ + শঃ = ভ্রংশঃ, পয়ান্ + সি = পয়াংসি, গম্ + স্যতে = গংস্যতে, সম্ + হারঃ = সংহারঃ, সম্ + শয়ঃ = সংশয়ঃ। সম্ + যোগঃ = সংযোগঃ;আলোচ্য নিয়মানুসারে সম্ + রাবঃ = **সম্‌রাবঃ** এরূপ হওয়াই উচিত, কিন্তু **'মো রাজি সমঃ ক্বৌ'** (৮।৩।২৫) দ্বারা জ্ঞাপিত হয় যে, অন্তঃস্থ বর্ণ পরে থাকলেও সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে অথবা ন্ স্থানে অনুস্বার নিত্যই হয় — **সংরাবঃ**। পুম্ + লিঙ্গ = পুংলিঙ্গ, সংবৎ, প্রিয়ংবদা (< প্রিয়ম্ + বদা) কিংবা সম্বৎ, প্রিয়ম্বদা ও কিম্বা অশুদ্ধ। তবে 'সম্বন্ধঃ' শব্দটি শুদ্ধ, কেননা বন্ধ্ ধাতুর 'ব' হচ্ছে বর্গ্য 'ব'।

অ) **'মো রাজি সমঃ ক্বৌ'** (৮।৩।২৫) — ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত রাজ্ ধাতু পরে থাকলে সম্ শব্দের ম্ স্থানে অনুস্বার হয় না। যথা — সম্ + রাট্ = সম্রাট্।

(৪) **'অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ'** (৮।৪।৫৮) — অন্তঃস্থ ও ঊষ্ম ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকলে পদমধ্যস্থ অনুস্বার স্থানে নিত্য পরবর্ত্তী বর্ণের সবর্ণ হয়। যথা — সং + কল্পঃ = সঙ্কল্পঃ, সং + চারঃ = সঞ্চারঃ, সং + তোষঃ = সন্তোষঃ, সং + বন্ধ = সম্বন্ধঃ, সং + গতঃ = সঙ্গতঃ, সং + জয়ঃ = সঞ্জয়ঃ, সং + দেহঃ = সন্দেহঃ, সং + পূর্ণঃ = সম্পূর্ণঃ, শং + কিতম্ = শঙ্কিতম্, লিং + পতি = লিম্পতি, কৃং + ততি = কৃন্ততি, বরং + চ = বরঞ্চ। সংকল্পঃ, সংচারঃ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে অশুদ্ধ। তবে **সংখ্যা সংগ্রাম** প্রভৃতি শব্দে অনুস্বারের পর অন্তঃস্থবর্ণযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থাকায় পরসবর্ণ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু সম্প্রদানম্, সম্প্রহারঃ প্রভৃতি স্থলে উক্ত প্রয়োগ শিষ্টসম্মত। অথবা **সঙ্খ্যা, সঙগ্রাম, সম্প্রদানম্, সম্প্রহারঃ** শব্দই আলোচ্য নিয়মানুসারে শুদ্ধ, সংখ্যা, সংগ্রাম, প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগ শিষ্টসম্মত।

(৫) **নশ্ছব্যপ্রশান্** (৮।৩।৭) — অম্‌পরক ছব্ (ছ্ ঠ্ থ্ চ্ ট্ ত্) পরে থাকলে প্রশান্ ভিন্ন পদান্ত নকারের স্থানে র্ (রু) হয়। **'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ'** (৮।৩।১৫) — খর্ (বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় ও ঊষ্ম বর্ণ) পরে থাকলে তা অবসানে পদান্ত রেফের স্থানে বিসর্গ হয়। **'বিসর্জনীয়স্য সঃ'** (৮।৩।৩৪) খর্ পরে থাকলে বিসর্গের স্থানে স্ হয়। **'অত্রানুনাসিক-পূর্বস্য তু বা'** (৮।৩।২) এই রু প্রকরণে রু-এর পূর্ব অচ্ বিকল্পে অনুনাসিক হয়। **'অনুনাসিকাৎ**

Scanned by CamScanner

পরোঽনুস্বারঃ' (৮।৩।৪) অনুনাসিক পক্ষটিকে বাদ দিয়ে রু-এর পূর্ববর্ত্তী অচ্-এর পর অনুস্বার আগম হয়। অর্থাৎ পদান্ত নকারের পর ছব্ (= ত্ থ্, চ্ ছ্, ট্ ঠ্ এই দন্ত্য, তালব্য ও মূর্ধন্য) থাকলে নকার অনুস্বার হয়ে স্বরের পর আসে এবং দন্ত্য, তালব্য ও মূর্ধন্য ছবের পূর্বে যথাক্রমে দন্ত্য স্, তালব্য শ্ ও মূর্ধন্য ষ্ যুক্ত হয়। ন্ + ছব্ = অনুস্বার শর্ ছব্। যথা — রাজন্ + তথা = রাজংস্তথা, তস্মিন্ + থকারে = তস্মিংস্থকারে, চক্রিন্ + ত্রায়স্ব = চক্রিংস্ত্রায়স্ব ;রাজন্ + চলা = রাজংশ্চলা, শার্ঙ্গিন্ + ছিন্ধি = শার্ঙ্গিংশ্ছিন্ধি, দোষান্ + ছাদয় = দোষাংশ্ছাদয় ;গচ্ছন্ + টীকতে= গচ্ছংষ্টীকতে, পঠন্ + ঠক্কুরঃ = পঠংষ্ঠক্কুরঃ।

(৬) **'পুমঃ খয্যম্পরে'** (৮।৩।৬)—অম্ বর্ণ পরে আছে এমন বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকলে পুম্ শব্দের ম্ স্থানে র্ (রু) হয়। **'সমঃ সুটি'** (৮।৩।৫) সুট্ আগম হলে সম্ শব্দের স্থানে র্ (রু) হয়। ভাষ্যমতে সম্-এর মকার লুপ্ত হয়, লোপ পক্ষে অনুস্বার ও অনুনাসিক ইষ্ট। পুম্ + কোকিলঃ = পুংস্কোকিলঃ / পুঁস্কোকিলঃ, পুম্ + ত্বম্ = পুংস্ত্বম্ / পুঁস্ত্বম্, সম্ + কর্ত্তা = সংস্কর্ত্তা / সঁস্কর্ত্তা, পুম্ + পুত্রঃ = পুংস্পুত্রঃ / পুঁস্পুত্রঃ। অন্য বর্ণ পরে থাকলে হয় না। পুম্ + গবঃ = পুঙ্গবঃ, পুম্ + ক্ষীরম্ = পুংক্ষীরম্।

(৭) **'অহন্'**, **'রোঽসুপি'** (৮।২।৬৮,৬৯) — সুপ্ বিভক্তি পরে থাকলে অহন্ শব্দের ন্ স্থানে (রু সংজ্ঞক) র্ হয় এবং ওকার প্রভৃতি হয়, কিন্তু সুপ্ ভিন্ন স্থলে র্ হয় অথচ পরে তা অন্য কিছু হয় না। যথা — অহন্ + ভ্যাম্ = অহোভ্যাম্, অহন্ + সু = অহঃসু, অহন্ + গণঃ = অহর্গণঃ, অহন্ + মূলম্ = অহর্মূলম্। **'রূপরাত্রিরথন্তরেষু রুত্বং বাচ্যম্'** (বা.) রূপ, রাত্রি এবং রথন্তর শব্দ পরে থাকলে অহন্ শব্দের নকার স্থানে র্ এবং পরে ওকার প্রভৃতি হয়। অহন্ + রূপম্ = অহোরূপম্, অহন্ + রাত্রিঃ = অহোরাত্রিঃ, অহোরাত্রঃ, অহন্ + রথন্তরম্ = অহোরথন্তরম্। **'অহ্নাদীনাং পত্যাদিষু বা রেফঃ'** (বা.) পতি প্রভৃতি শব্দ পরে থাকলে অহন্ প্রভৃতি শব্দের অন্তে বিকল্পে রেফ হয়। অহন্ + পতিঃ = অহর্পতিঃ / অহঃপতিঃ/অহস্পতিঃ;গীর্পতিঃ / গীঃপতি, ধূর্পতিঃ / ধূঃপতিঃ। উষস্ + বুধঃ = উষর্বুধঃ (ব্যবস্থিত বিভাষায় নিত্য রেফ)

(অ) চ বর্গের পর ন্ থাকলে ন্ ঞ্তে পরিণত হয় (**'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ'** ৮।৪।৪০)। যাচ্ + না = যাচ্ঞা, যজ্ + নঃ = যজ্ঞঃ, রাজ্ + ণী = রাজ্ঞী, রাজ্ + না = রাজ্ঞা।

২.১৭। বিসর্গসন্ধি

পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরপদের ব্যঞ্জনের অথবা স্বরের মিলনকে বিসর্গ সন্ধি বলে। প্রাচীন এবং নবীন বহু সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই সন্ধিকে স্বতন্ত্র সন্ধিভেদ বলে উল্লেখ করলেও আসলে এ হচ্ছে ব্যঞ্জন সন্ধিরই ভেদ, স্বতন্ত্র নয় — এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

শাখাচন্দ্রমসন্যায়ে বলা যায় যে, সজাত এবং রজাত নামে বিসর্গ দুই প্রকার। শব্দের শেষে স্ হতে উৎপন্ন বিসর্গকে সজাত বিসর্গ বলে। যেমন — **রামঃ** < রামস্, **মনঃ** < মনস্। শব্দের শেষে র্ হতে উৎপন্ন বিসর্গকে রজাত বিসর্গ বলে। যথা **প্রাতঃ** < প্রাতর্, **অন্তঃ** < অন্তর্, পুনঃ < পুনর্। সজাত বিসর্গের স্থানেই যত্ব হয়, রজাত বিসর্গের স্থানে সাধারণতঃ যত্ব হয় না। বিসর্গ সন্ধিতে রজাত বিসর্গের ক্ষেত্রে অনেক সময় র্ ফিরে আসে। যেমন — পরিস্ + কার = পরিষ্কারঃ, আবিস্ + কার = আবিষ্কারঃ ;প্রাতঃ + ভ্রমণম্ = প্রাতর্ভ্রমণম্, অন্তঃ + ভাগঃ = অন্তর্ভাগঃ, পুনঃ + আগমনম্ = পুনরাগমনম্, প্রাতঃ + আশঃ = প্রাতরাশঃ।

বিসর্গ সন্ধিতে মুখ্যতঃ দুই প্রকারের কাজ হয়ে থাকে — ১. খর্ (= অঘোষ) পরে থাকলে এক প্রকার কাজ হয়, ২. অশ্ (= ঘোষ) পরে থাকলে অন্য প্রকার কাজ হয়। খর্ (খ্ ফ্ ছ্ ঠ্ থ্ চ্ ট্ ত্ ক্ প্ শ্ ষ্ স্) পরে থাকলে চার প্রকার কাজ হয় — ১. বিসর্গ তদবস্থই থাকে - কোন পরিবর্ত্তন হয় না, ২. ক্ এবং খ্ পরে থাকলে বিসর্গ জিহ্বামূলীয়ে পরিবর্ত্তিত হয়, ৩. প্ এবং ফ্ পরে থাকলে বিসর্গ উপধ্মানীয়ে পরিবর্ত্তিত হয়, ৪. বিসর্গ ত্ থ্ স্-এর পূর্বে থাকলে সকারে, চ্ ছ্ শ্-এর পূর্বে থাকলে শকারে এবং ট্ ঠ্ ষ্-এর পূর্বে থাকলে ষকারে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়।

এরূপ অশ্ পরে থাকলে বিসর্গের পূর্বস্বরানুসারে তিনটি কাজ হয় — ১. ইচ্-এর পরবর্ত্তী বিসর্গের রেফ হয়, ২. আ-এর পরবর্ত্তী বিসর্গের লোপ হয়, ৩. অ-এর পরবর্ত্তী বিসর্গের স্থানে উকার হয় এবং পরবর্ত্তী অকারের লোপ হয়।

এর অপবাদস্বরূপ আরো দুটি কাজ হয় — ১. স এবং এষ শব্দের পরবর্ত্তী বিসর্গ অকারভিন্ন যে কোন বর্ণের পূর্বে লুপ্ত হয়, ২. অণ্-এর পরবর্ত্তী রেফ (রু-রূপে পরিবর্ত্তিত বিসর্গ)-এর পর রেফ থাকলে পূর্বের রেফটি লুপ্ত হয় এবং অণ্ দীর্ঘ হয়।

(১) **'সসজুষো রুঃ'** (৮।২।৬৬)— পদান্ত সকার এবং সজুষ্ শব্দের ষকারের স্থানে র্ (রু) হয়। নরর্ (< নরস্), সজুর্ (> সজুষ্)। **'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ'** (৮।৩।১৫) খর্ পরে থাকলে বা অবসানে পদান্ত রেফ (= র্) বিসর্গে পরিণত হয়। নরঃ খাদতি, সজুঃ। **'কুপ্বো ঃ ক ঃ পৌ চ'** (৮।৩।৩৭) কবর্গের এবং পবর্গের পরে বিসর্গের স্থানে বিকল্পে যথাক্রমে জিহ্বামূলীয় এবং উপধ্মানীয় হয়, পক্ষে বিসর্গ। বিহগ ঃ কূজাতি / বিহগঃ কূজতি, নর ঃ পশ্যতি / নরঃ পশ্যতি। হরি ঃ খনতি / হরিঃ খনতি, বৃক্ষ ঃ ফলতি / বৃক্ষঃ ফলতি। তনু ঃ পততি / তনুঃপততি।

অ) **'বিসর্জনীয়স্য সঃ'** (৮।৩।৩৪)— খর্ পরে থাকলে বিসর্গ স্তে পরিণত হয়। নরঃ + চলতি= নরস্ চলতি। **'বা শরি'** (৮।৩।৩৬) শর্ (শ্ ষ্ স্) পরে থাকলে বিসর্গ বিকল্পে

Scanned by CamScanner

বিসর্গই থাকে। অর্থাৎ বিসর্গের পর খর্-এর মধ্যে ছ্ব্ (ছ্ ঠ্ থ্ চ্ ট্ ত্) অথবা শর্ (শ্ ষ্ স্) থাকলে বিসর্গ স্-তে পরিণত হয়। বিসর্গ + ছ্ব্ অথবা শর্ = স্ ছ্ব্ অথবা শর্। যথা — রামঃ + তথা = রামস্তথা, নরঃ + চলতি = নরশ্চলতি, রামঃ + টীকতে = রামষ্টীকতে, হরিঃ + শেতে = হরিশ্শেতে, রামঃ + ষষ্ঠঃ = রামষ্ষষ্ঠঃ। যখন শর্ পরে থাকলে স্ হয় না তখন বিসর্গই থাকে। অর্থাৎ ইচ্-এর পরবর্ত্তী বিসর্গ অশ্ পরে থাকলে রেফে পরিণত হয়। ইচ্ (বিসর্গ)ঃ + অশ্ = রেফ অশ্। যথা — হরিঃ + অত্র = হরিরত্র, গ্লৌঃ + হসতি = গ্লৌর্হসতি। সাধুঃ + জপতি = সাধুর্জপতি, বধূঃ + ঊহতে = বধূরূহতে। নিঃ + আশা = নিরাশা, দুঃ + উপযোগঃ = দুরুপযোগঃ, নিঃ + গুণঃ = নির্গুণঃ, নিঃ + আধারম্ = নিরাধারম্, দুঃ + গতিঃ = দুর্গতিঃ, দুঃ + গা = দুর্গা, দুঃ + নীতিঃ = দুর্নীতিঃ।

(আ) **'অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে'** (৬।১।১১৩) — অপ্লুত অকার পরে থাকলে অপ্লুত অকারের পরবর্ত্তী র্ (বিসর্গ) উকারে পরিণত হয়। শুদ্ধঃ + অহম্ = শুদ্ধউ অহম্। **'হশি চ'** (৬।১।১১৪) হশ্ (ঊষ্ম এবং বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ-ভিন্ন সমস্ত ব্যঞ্জন) পরে থাকলে অপ্লুত অকারের পরবর্ত্তী রু (বিসর্গ) উকারে পরিণত হয়। বৃদ্ধঃ + বদতি = বৃদ্ধউ বদতি। অর্থাৎ হ্রস্ব অকার পরে থাকলে অথবা হশ্ পরে থাকলে হ্রস্ব অকারের পরবর্ত্তী রু (বিসর্গ) উকারে পরিণত হয়, তারপর **'আদ্গুণঃ'** (৬।১।৮৭) অনুসারে গুণ ও পূর্বরূপ একাদেশ সন্ধিকার্য হয়। হ্রস্ব অ র্ (বিসর্গ) + হ্রস্ব অ / হশ্ = ওহ / হশ্। যথা — শুদ্ধঃ + অহম্ = শুদ্ধোঽহম্, বুদ্ধঃ + অহম্ = বুদ্ধোঽহম্, রামঃ + বদতি = রামো বদতি, কৃষ্ণঃ + জয়তি = কৃষ্ণো জয়তি, মনঃ + হরঃ = মনোহরঃ, বয়ঃ + বৃদ্ধঃ = বয়োবৃদ্ধঃ, মনঃ + যোগঃ = মনোযোগঃ, অধঃ + গতি = অধোগতিঃ।

(২) **'ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য যোঽশি'** (৮।৩।১৭) — অশ্ পরে থাকলে ভো, ভগো, অঘো এবং অকারের পরবর্ত্তী রু (বিসর্গ) য্-তে পরিণত হয়। অর্থাৎ অকারের পরবর্ত্তী বিসর্গ অকার-ভিন্ন স্বর পরে থাকলে লুপ্ত হয়, লোপের পর আর সন্ধিকার্য হয় না, এবং এরূপ আকারের পরবর্ত্তী বিসর্গ অশ্ পরে থাকলে লুপ্ত হয়, লোপের পর আর সন্ধিকার্য হয় না। অঃ + অকার-ভিন্ন স্বর = অ অকার-ভিন্ন স্বর। যথা — রামঃ + আগচ্ছতি = রাম আগচ্ছতি, নরঃ + ইচ্ছতি = নর ইচ্ছতি। আঃ + অশ্ = আ অশ্। যথা — দেবাঃ + অত্র = দেবা অত্র, দেবাঃ + হসন্তি = দেবা হসন্তি, নরাঃ + গচ্ছন্তি = নরা গচ্ছন্তি, অতঃ + এব = অতএব।

'এতত্তদোঃ সুলোপোঽকোরনঞ্সমাসে হলি' (৬।১।১৩২)-এর সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

(৩) **'রো রি'** (৮।৩।১৪) — রেফ পরে থাকলে পূর্ববর্ত্তী রেফ লুপ্ত হয়। **'ড্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ'** (৬।৩।১১১) অনুসারে লোপনিমিত্তক ঢকার-এর রেফ পরে থাকলে

Scanned by CamScanner

পূর্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়। অর্থাৎ রেফের পরবর্ত্তী রেফ থাকলে পূর্ববর্ত্তী রেফ লুপ্ত হয় এবং লুপ্ত রেফের পূর্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়। হ্রস্ব স্বর রেফ + রেফ = দীর্ঘস্বর রেফ। যথা — পুনর্ + রমতে = পুনারমতে, অন্তর্ + রাষ্ট্রিয়ঃ = অন্তারাষ্ট্রিয়ঃ, প্রাতর্ + রম্যম্ = প্রাতারম্যম্, হরিঃ + রম্যঃ > হরির্ (**'সসজুষো রুঃ'** ৮।২।৬৬) + রম্যঃ = হরীরম্যঃ, শম্ভুর্ (< শম্ভুস্) + রাজতে = শম্ভূরাজতে, নির্ + রোগঃ = নীরোগঃ, নির্ + রসঃ = নীরসঃ।

ব্যতিক্রম : মনর্ (< মনস্) + রথঃ = মনোরথঃ - এখানে **'হ্শি চ'** (৬।১।১১৪) অনুসারে র্ উকারে পরিণত হয়েছে, তারপর গুণ ও পূর্বরূপ একাদেশে ওকার হয়েছে।

(৪) **'নমস্পুরসোর্গত্যোঃ'** (৮।৩।৪০)— ক্ খ্ প্ ফ্ পরে থাকলে গতিসংজ্ঞক নমস্ ও পুরস্ শব্দের বিসর্গের স্থানে স্ হয়। নমস্করোতি, নমস্কর্ত্তুম্, পুরস্করোতি, পুরস্কারঃ।

(অ) **'ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য'** (৮।৩।৪১)—ক্ খ্ প্ ফ্ পরে থাকলে নির্ দুর্ বহিস্ আবিস্ প্রাদুস্ ও চতুর্ শব্দের (প্রত্যয়জাত নয় এমনি) বিসর্গ স্থানে স্ (পরে **'ইণ্কোঃ'** (৮।৩।৫৭) অনুসারে ষ্) হয়। নিঃ + কৌশাম্বিঃ = নিষ্কৌশাম্বিঃ, নিঃ + ক্রিয়ঃ = নিষ্ক্রিয়ঃ, নিঃ + কপটম্ = নিষ্কপটম্, নিঃ + ফলম্ = নিষ্ফলম, দুঃ + করম্ = দুষ্করম্, দুঃ + প্রকৃতিঃ = দুষ্প্রকৃতিঃ, দুঃ + কুলম্ = দুষ্কুলম্, দুঃ + পীতম্ = দুষ্পীতম্, চতুঃ + কোণঃ = চতুষ্কোণঃ, চতুঃ + পালঃ = চতুষ্পালঃ, বহিঃ + করোতি = বহিষ্করোতি, আবিঃ + কৃতম্ = আবিষ্কৃতম্, প্রাদুঃ + কৃতম্ = প্রাদুষ্কৃতম্।

(আ) **'তিরসোঽন্যতরস্যাম্'** (৮।৩।৪২) — ক্ খ্ প্ ফ্ পরে থাকলে গতিসংজ্ঞক তিরস্ শব্দের বিসর্গস্থানে বিকল্পে স্ হয়, পক্ষে বিসর্গ থাকে। তিরস্কারঃ / তিরঃকারঃ, তিরস্কর্ত্তা / তিরঃকর্ত্তা।

ই) **নিত্য মূর্ধন্য ষ** (= স্বাভাবিক ষত্ব)—নিয়ম ছাড়াই যে সকল শব্দে চিরকাল মূর্ধন্য ষ হয়ে আসছে তাদের দন্ত্য সকারে পরিবর্ত্তন হয় না। এদের নিয়ে বাংলায় একটি কবিতা আছে—

'ভাষা মাষা ষট্ ষষ্ঠ শষ্প
আষাঢ় কাষায় কষায় বাষ্প
ভাষ্য আভাষ কষিত ষণ্ড
অভিলাষ আর মহাপাষণ্ড।'

Scanned by CamScanner